* রবীন্দ্রনাথের সংগীত সৃষ্টিতে
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অবদান :-

রবীন্দ্রনাথের সংগীত জীবনে তাঁর দাদাদের ভূমিকা বা প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ এবং বিশেষভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবই রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিশেষভাবে পড়েছিল। তিনিই রবীন্দ্রনাথের অঙ্কুরিত সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পরম সুহৃদ, যাঁর সাথে তিনি সব রকমের আলোচনা করতে পারতেন। কবি বলেছেন "সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায় বাল্যকাল থেকে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায়

ছিলেন, তিনি নিজে উৎসাহী এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ। আমি অমনি তাঁহার সংগীত ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম, তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না।"

একথা আমরা জানি যে, রবীন্দ্রনাথ কোন ওস্তাদের কাছে দীর্ঘকাল সঙ্গীত শিক্ষা করেন নি। প্রকৃত অর্থে তাঁর সংগীত শিক্ষা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছেই করেন। এ বিষয়ে কবি নিজে বলেছেন —

"এক সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরী করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলি নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুর বর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু

"তাহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম, গান কবিতার হিসাবনিকাশ এইজন্যে অসম্পূ- হইয়াছিল।"

উভয়ের গান রচনার ক্ষেত্রে ও দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেই বিশেষভাবে অনুসরণ করেন। বহু গানেতে উভয় রচয়িতার সুরের অংশে মধ্যেই মিল পাওয়া যায়। যেমন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত "গাও রে পরব্রহ্মের ~~[illegible]~~ মহিমা" গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচিত "তাকো রে মুখ চন্দ্রমা" এই গানটি তুলনীয়। আবার কোন গানে সুরের মিল না থাকলে ও মেজাজের বেশ সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন-

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত "হে অন্তরযামী, ত্রাহি" এই গানটির সংগে রবীন্দ্রনাথের রচিত — "এ পরবাসে রবে কে হায়" এছাড়া পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুসরণে রবীন্দ্রসৃষ্ট কালমৃগয়া, বাল্মীকি প্রতিভা ইত্যাদি গীতি-নাট্যের গানে তিনি রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। রবীন্দ্রসংগীতের চলায় দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহ ও প্রেরণায় যে অভিনবত্ব দান করেছে তা অস্বীকার করার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথের জীবনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে সংগীতের বীজ অঙ্কুরিত করে গেছেন - সেই বীজ উত্তরকালে বিকশিত মহীরুহের আকার ধারণ করে অবিরাম সংগীতসুধা বর্ষণ করে চলেছে। সৃষ্টি হয়েছে সংগীতের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের ॥

— ০ —

রবীন্দ্রনাথের জীবনে সংগীত শিক্ষক যদুভট্টের অবদান :-

এই সংসারে এমন কিছু আছে যা তথাকথিত সীমিত জ্ঞান বা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা সম্ভব নয়। তেমনি এক অলৌকিক প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছিল সংগীতজ্ঞ যদুভট্টের জীবনে। কথিত আছে যে - তিনি যে কোন অজ্ঞাত রাগ শুনে সঙ্গে সঙ্গে গান রচনা করে তা অতি নির্ভুলভাবে পরিবেশন করতে পারতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ওস্তাদ যদুভট্টের গায়ন বিক্রমে

মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বাড়ীর সংগীত শিক্ষক রূপে নিযুক্ত করেন, যদুভট্টের প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনে অবচেতনে খেয়াল এবং ধ্রুপদীতে

বলেছিলো, যদুভট্ট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন
" বাংলাদেশে এরকম ওস্তাদ জন্মায়নি।
তাঁর প্রত্যেক গানে একটি স্বকীয়তা ছিল;
তাঁর গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা
অন্য কোন হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায়
না। যদুভট্টের মতো সঙ্গীতভাবুক আধুনিক
ভারতে আর কেউ জন্মেছে কিনা সন্দেহ।"
যদুভট্ট স্কুল কলেজের তথাকথিত শিক্ষায়
শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু জন্মলব্ধ প্রতিভার
গুণে বড় শিল্পী ও বাংলাগান তিনি রচনা
করেছেন তাতে তাঁর শিক্ষা ও মানসিকতার
গভীর সাক্ষ্য মেলে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জন্মকবি। অন্য সকলের
মতো নিয়মবদ্ধভাবে কোন কিছু শিক্ষায়

তিনি উচ্চাকাঙ্খী ছিলেন নয়। অদ্ভুত কবির এই পারিয়ে পেয়ে তাকে নিয়মবদ্ধ ভাবে সংগীত শিক্ষা দেবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্বভাব ছিল ঠিক বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ তার গান আড়াল আবডালে থেকেই শিখেছিলেন। তাই তিনি বলেছেন— "আমি অত্যন্ত পলাতক ছিলুম বলে কিছু শিখিনি নইলে কি ওস্তাদের কাছে আমাকে খেতির কম হত।" অর্থ্যাৎ খাঁটি হিন্দুস্থানী গান তাঁর পক্ষে শেখা সম্ভব হয়নি। এই গানের পরিবেশের মধ্যে বড় হওয়ায় তিনি হিন্দুস্থানী গানের সৌন্দর্য গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। শুধু তাই নয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গানগুলিতে হিন্দুস্থানী

রামকেলিনীর প্রভাব যথেষ্ট বিদ্যমান। যেমন বর্ষার দিনে তিনি ভূপালীর আলাপন শুনেছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে তিনি যখন বর্ষার গান রচনা করেছেন তাতে ভূপালীর সুরের ছায়া এসে পড়েছে। যতটুকু জানা যায় যদুভট্ট বিষ্ণুপদী তালের গান বেশী পছন্দ করতেন। পরবর্তীকালে গুরুর এই পছন্দই রবীন্দ্রনাথের জীবনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। যেমন রবীন্দ্র সৃষ্টি সমস্ত তালগুলি বিষ্ণুপদী ছন্দের এবং প্রথম বয়সের গানগুলো প্রায় সবই গুরুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে রাগের ভিত্তিতে সুরারোপিত এভাবেই রবীন্দ্রনাথের সংগীত জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তী জীবনে তারই ফলশ্রুতি আমরা এই বিপুল সংগীতের ভান্ডার পাই।।